# কে কী বলল তা শুনে মুখ লুকাবে না

*রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে সোমবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে বঙ্গবন্ধু সৃজনশীল মেধা অন্বেষণের পুরস্কারপ্রাপ্তরা পিআইডি*

সমকাল ডেস্ক

প্রকাশ: ২৪ জুন ২০২৪ | ২২:২৫

- অ +

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলেছেন, নিজের বিশ্বাস থেকে চলা শিখতে হবে। কে কী বলল, তা শুনে চোখের পানি ফেলা বা মুখ লুকানো উচিত হবে না। নিজের বিশ্বাস থেকে চললে দেশকে এগিয়ে নেওয়া যাবে। জনগণের সেবা করা, তাদের পাশে দাঁড়ানো– এটাই হবে মানুষের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব।

গতকাল সোমবার মাধ্যমিক থেকে স্নাতক (পাস) এবং সমমানের অসচ্ছল ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি ও টিউশন ফির টাকা বিতরণ কার্যক্রম উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের (পিএমইএটি) অধীনে এ কার্যক্রম উদ্বোধন করেন তিনি। খবর বাসসের।

এ কার্যক্রমের মাধ্যমে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক এবং সমমানের ৬৪ লাখ ৭০ হাজার শিক্ষার্থীর মধ্যে ২ হাজার ২০৮ কোটি টাকা বিতরণ করা হবে। একই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী ‘বঙ্গবন্ধু সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ প্রতিযোগিতা-২০২৪’-এর ১৫ জন শিক্ষার্থী এবং ২১ শিক্ষার্থীর মধ্যে ২০২৩ সালের ‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্কলার অ্যাওয়ার্ড’ বিতরণ করেন। বঙ্গবন্ধু সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ প্রতিযোগিতায় পুরস্কারপ্রাপ্ত ১৫ শিক্ষার্থীর প্রত্যেকে ২ লাখ টাকা ও সনদপত্র পেয়েছেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্কলার অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত ২১ শিক্ষার্থীর প্রত্যেকেই সনদপত্র ও ৩ লাখ টাকা পেয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, উপবৃত্তি ও টিউশন ফির টাকা ডিজিটাল পদ্ধতিতে সরাসরি সুবিধাভোগীদের কাছে পৌঁছে যাবে। এ পদ্ধতিতে অর্থ বিতরণ করতে পেরে তিনি খুবই আনন্দিত। তিনি বিশ্বাস করেন, সব বাধা অতিক্রম করে তরুণ সমাজই দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, ‘খালি আমি নিজে শিক্ষিত হবো, নিজেই ভালো থাকব, দেশকে কিছু দেব না, আশপাশের মানুষ দরিদ্র থাকবে– এটা হয় না। সকলে মিলেই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।’

পরিবর্তনশীল বিশ্বে নিজেদের মান বজায় রাখতে সরকার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে অগ্রাধিকার দিয়ে দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে বহুমাত্রিক ও সৃজনশীল করেছে মন্তব্য করে তিনি বলেন, বৈশ্বিক চাহিদা অনুধাবন করে তাঁর সরকার কৃষি, পশুচিকিৎসা, প্রাণিবিজ্ঞান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, চিকিৎসা, বিমান চলাচল, মহাকাশ এবং ফ্যাশন ও প্রযুক্তি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে বহুমাত্রিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছে। অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের মেধা দেশ ও মানবকল্যাণে কাজে লাগাতে প্রতিভা বিকাশে সহায়তা করার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট (পিএমইএটি) গঠন করা হয়েছে।

তিনি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে আরও বলেন, ‘এখন যদি সারাক্ষণ কেউ বলে– পড়, পড়, পড়; এটা কি ভালো লাগে বলো? মোটেই ভালো লাগে না। যাও বা একটা পড়ার ইচ্ছে থাকে, তাও নষ্ট হয়ে যায়। সেই জন্য এমনভাবে শিক্ষা ব্যবস্থাটা করা, যাতে আগ্রহ নিয়েই ছেলেমেয়েরা পড়বে। পড়, পড় করতে হবে না বা ধরে পেটাতে হবে না। আমরা সেই সিস্টেমটাই তৈরি করতে চাই। জানি, একটা পরিবর্তন

এলে অনেকেই নানা ধরনের কথা বলে। তা ছাড়া ডিজিটাল বাংলাদেশ, সোশ্যাল মিডিয়ায় যার যা মনে আসে, সমালোচনা করতে পারলেই খুশি। আমরা বাঙালিরা আবার পরচর্চা খুব পছন্দ করি। পরচর্চা ছাড়া তো আসরই জমে না। যে যা মনে করে লিখে দেয়।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'নিজের মনে আত্মবিশ্বাস থাকতে হবে। নিজের ওপর বিশ্বাস থাকতে হবে। কেউ একটু সমালোচনা করলেই অমনি সেটার জন্য ভীত হয়ে যেতে হবে না। আত্মমর্যাদাবোধ, আত্মবিশ্বাসই মানুষকে শক্তি দেয়। কে কী বলল, সেটা শুনে অমনি চোখের পানি ফেলানো, মুখ লুকানো– তা নয়। নিজের বিশ্বাস থেকে চলা শিখতে হবে। তাহলে এই দেশকে তোমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে।'

শিক্ষামন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা ও সংস্কৃতিবিষয়ক উপদেষ্টা ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী, শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী বেগম শামসুন নাহার ও শিক্ষা সচিব সোলেমান খান অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন। হাজারীবাগ গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজের অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী নুসরাত জাহান মালিহা; দিনাজপুরের আমেনা-বাকি রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজের দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী আতিফা রহমান; খুলনার সরকারি মজিদ মেমোরিয়াল কলেজের পিনাকমুগ্ধ দাস বঙ্গবন্ধু সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ বিষয়ে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই শিক্ষার্থী জেরিন তাসনীম রাইসা ও আল ফয়সাল বিন কাসেম কানন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্কলারর্স অ্যাওয়ার্ড নিয়ে অনুষ্ঠানে অনুভূতি ব্যক্ত করেন।